রাধা...অনুরাধা

কমল দাস (অনুবাদ বিতস্তা ঘোষাল)

হে ঈশ্বর, প্রতিদিন সকালে দীপ জ্বালিয়ে আমি যখন তোমার পুজো করি, সাজাই, অনেক প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমারে আরতি করি, তখন বলি, হে ভগবান তুমি আমার সমস্ত অহংকার ভস্মীভূত করো।

শরীরের সঙ্গে যুক্ত আমি।

শরীর ছাড়া ঈশ্বর।

নৈঃশব্দের মাঝে জ্ঞানের আলো, যেন কাঞ্জনের মাঝে উজ্জ্বল হীরে।

আমার শ্রীকৃষ্ণ...

কৃষ্ণ, সব হিন্দু রমণীর স্বামী, ও রাধা, তোমার জীবন দুঃখের ছিল না।

যমুনার তীরে তুমি তার সঙ্গে প্রেম করতে, খেলতে। তোমার স্বামীকেও লুকিয়ে তুমি তার সঙ্গে হাঁটতে, ঘুরতে। একদিন সে মথুরার উদ্দেশে শহর ছেড়ে চলে গেল। যখন সে তোমার কাছে বিদায় নিতে এল, সে বলল আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তুমি কী আমার সব সময়ের জন্য ভালবাসতে চাও না? তুমি জিজ্ঞেস করলে।

আমি তোমার সব সময় ভালবাসি, সে হেসে বলল।

কিন্তু সে সময় তাঁর দৃষ্টি তোমার মুখের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে ছিল। সে কংসকে হত্যা করে মথুরার রাজা হল।

তারপর, রাজ্যের নানা কাজে, অন্যান্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে তোমার ভুলে গেল।

যমুনা তীরে দাঁড়িয়ে তুমি তাঁর কথা মনে করতে।

ধীরে ধীরে, যেমন শরতে গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে, ঠিক তেমনই তোমার সৌন্দর্যও কমে গেল।

মৃত্যুতেই তোমার অপেক্ষার পরিসমাপ্তি হল।

তাঁর বীজ তোমার পেটের মধ্যে বাড়ল না।

কালো ফুটফুটে কোনো বাচ্চা তোমার কোলে শুয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে হাসল না।

তা সত্ত্বেও রাধা তুমি ভাগ্যবতী ছিলে।

তুমি কৃষ্ণের শরীরকে ছোঁয়ার ভাগ্য অর্জন করেছিলে।

আর আমরা?

সে অন্য শরীরের মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

একদিন আমি যখন আমার প্রেমিকের অফিসে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, সে তখন রাজ্যের কাজে ব্যস্ত। আমি তার দরজার সামনে সে কাগজটা পড়ছিল সেটা নামিয়ে রেখে, চশমা খুলে, ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

তখন তার মুখে আমি কী করে মধুরার রাজাকে দেখব।

বরং আমার লজ্জা হল এই ভেবে যে তাকে বিরক্ত করে ফেললাম, বেরিয়ে এলাম মাথা নীচু করে।

ফিরে আসার সময়, সে কি আর দরজা খুলে দেখল?

সে কি আমার 'রাধা'! বলে মিষ্টি স্বরে খুবই মিষ্টি করে একবারের জন্যও ডাকবে?

আমি পিছন ফিরে দেখলাম না।

আমার শ্রীকৃষ্ণ

তোমার মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে, ঠিক যেন সন্ধ্যার আকাশে একটি নীল পাখি উড়ছে। যেদিকেই তাকাই, সেদিকেই তুমি। এমনকি যখন আমি কোনও কিছুই দেখছি না, ও আমার সুন্দর শ্যাম, তখনও শুধু তোমাকেই দেখি।

প্রদীপের আলোয় তোমার প্রতিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আরতি করি। রাধা, তোমার জীবন অতটা করুণ ছিল না।

তুমি একবারের জন্যও তার শরীর ছুঁয়েছিলে।

আমরা শুধু তার প্রতিমূর্তিকেই ছুঁই।